জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ ঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 11 ❑ 01 June, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

ALANKAR

অলঙ্কার

সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা

যশোহর রোড • বনগাঁ

M : 9733901247

অভিনব কায়দায় কোটি টাকার চুরি, চুরির তদন্ত নেমে অবাক পুলিশ কর্তারা

প্রতিনিধি ঃ গ্রামে জল প্রকল্পের পাইপ লাইনের কাজ চলছে। সেখানেই প্রকল্পের কর্মীরা মাথায় হেলমেট, গায়ে জ্যাকেট পরে এলাকায় পাইপ বসানোর কাজ

করছে। দিন কয়েক আগে সেই কর্মীর সাজে এসে গোপালনগর থানার কামদেবপুর এলাকা থেকে কয়েক কোটি টাকার পাইপ নিয়ে গাড়িতে করে চম্পট দিয়েছিল একদল দুষ্কৃতী। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত নেমে ৯ জন দুষ্কৃতীকে সোমবার সন্দেহজনকভাবে গ্রেফতার করে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছিল গোপালনগর থানার পুলিশ। তার মধ্যে চারজনকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে চুরির কিনারা করল পুলিশ।

মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে পুলিশ জানায়, ধৃতদের নাম শাহরুখ আহমেদ সুব্রত সরকার, অনুপম বিশ্বাস, বিধান মুন্ডা। ধৃত শাহরুখের বাড়ি নদীয়া জেলায়। বাকিদের বাড়ি গোপালনগর থানা এলাকায়। বিচারক ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। বনগাঁ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অর্ক পাঁজা বলেন ' চুরি যাওয়া প্রায় ৮০টি পাইপের মধ্যে ধৃতদের কাছ থেকে ২৭ টি পাইপ উদ্ধার হয়েছে। তাদের সঙ্গে থাকা স্করপিও গাড়ি ও ১টি ট্রাক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।' চতুর্থ পাতায়...

আন্তর্জাতিক মোবাইল পাচার চক্রের তিন পান্ডা ধৃত, উদ্ধার ৩০টি মোবাইল ফোন

প্রতিনিধি ঃ এক বাংলাদেশীসহ তিন আন্তর্জাতিক মোবাইল পাচার চক্রের পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল গোপালনগর থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ৩০ টি চোরাই মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া দশ হাজার ভারতীয় টাকা ও কয়েক হাজার বাংলাদেশী টাকা উদ্ধার হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বাংলাদেশী পাচারকারী পাসপোর্ট।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ২৬ মে পুলিশ সূত্র মারফত খবর পায়, বনগাঁ দিয়ে পাচারকারীরা মোবাইল পাচার করতে চলেছে। অভিযান চালিয়ে পুলিশ থেকে মোহাম্মদ সেহবাজ আহমেদকে গ্রেফতার করে। তার বাড়ি বাগুইহাটির কৈখালী এলাকায়। তার কাছ থেকে তিনটি চোরাই মোবাইল উদ্ধার করে পুলিশ। তাকে জেরা করে পুলিশ বাংলাদেশের বেনাপোলের বাসিন্দা চতুর্থ পাতায়...

প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে একাধিকবার নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ

প্রতিনিধি ঃ নাবালিকাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত খড়ুয়া রাজাপুর এলাকায়। নাবালিকার পরিবার বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ নাবালিকা একাই থাকত বাড়িতে। সেই সুযোগে প্রতিবেশী মৃন্ময় শিকদার নামে এক যুবক তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নাবালিকা প্রথমে তার পরিবারকে জানায়নি।

পরবর্তীতে মেয়েটির শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় বিষয়টি বাড়িতে জানায়। এর পরই শনিবার সন্ধ্যায় নাবালিকার মা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে এবং নাবালিকাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই বাড়ি ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছে মৃন্ময় ও তার বাবা। নাবালিকার মায়ের বক্তব্য, "অভিযুক্ত যুবক মৃন্ময় বিজেপি কর্মী। ওর বাবা বিজেপি নেতা। তাই প্রভাব খাটাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কে আছেন তাঁরা। দোষীকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক। এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা রতন দাস বলেন, বিষয়টি নিন্দনীয়। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে বলবো, অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হোক।

এ বিষয়ে বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক, শোক কীর্তনিয়া বলেন, 'যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে, তবে নিশ্চয় অপরাধীর শাস্তি হোক। তবে ঐ যুবক বিজেপি করে কিনা সেটাও দেখবার বিষয়। কেউ ইচ্ছাকৃত বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করবার জন্যই এ কথা বলতে পারে ।

তৃণমূলের দালালি বন্ধ করুন, পুলিশকে হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়কদের

প্রতিনিধি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির দুই বিধায়ক। বুধবার গাইঘাটা থানার সামনে বিজেপির পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। শেষে পুলিশের কাছে ১০ দফা দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দুই বিধায়ক। বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের অশোক কীর্তনীয়া ও বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন মজুমদার। এছাড়াও ছিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রামপদ দাস। যদিও এদিনের কর্মসূচিতে দেখা যায়নি গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরকে। সুব্রত ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। এ বিষয়ে স্বপন বাবু বলেন, বিধায়কদের বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং থাকে। ব্যক্তিগত কাজও থাকতে পারে।

এদিনের কর্মসূচি থেকে বিজেপির দুই বিধায়ক গাইঘাটা থানার পুলিশকে টার্গেট করে কড়া সমালোচনা করেন। পুলিশকে হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা। আগামী দিনে পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করলে জনগণ ও বিজেপি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন তারা।

অশোক বাবু বলেন, 'যে দলটার হয়ে দালালি করছেন, সেই দলের মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আপনারা উঠছেন বসছেন। এতই যদি হিতাকাঙ্খী হয়ে থাকেন তাহলে উর্দি খুলে তৃণমূলের পতাকা লাগানো পোশাক পরুন।

পুলিশকে হুশিয়ারি দিয়ে অশোকবাবু আরো বলেন, ভুলে যাবেন না আগামী দিনে চতুর্থ পাতায়...

প্রাথমিক স্কুলের জমি দখল করে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে সরব বাসিন্দারা, ব্লক অফিসে অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ গ্রামের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি দখল করে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুক্রবার ব্লক অফিসের দ্বারস্থ হলেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। বাগদা থানার বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের সলক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ১৬ গ্রামে কোন প্রাইমারি স্কুল ছিল না। ১৯৮৩ সাল নাগাদ এক ব্যক্তি এই প্রাথমিক স্কুলের জন্য জমি দান করেছে। বনগাঁ বাগদা সড়কের পাশের সেই স্কুলটি তৈরি হয় এবং তার মধ্যেই রয়েছে একটি অঙ্গনওড়ারী কেন্দ্র। এলাকার ছেলে মেয়েরাই ওই স্কুলে লেখাপড়া করে। সম্প্রতি বাসিন্দারা দেখতে পান, স্কুলের সামনে দোকান ঘর ও পাঁচিল নির্মাণ হচ্ছে।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের জায়গা দখল করে নির্মাণ কার্য চালাচ্ছে স্কুলেরই পাশের বাসিন্দা প্রদীপ মন্ডল, সুধীর মন্ডল। বাসিন্দাদের অভিযোগ, শাসকদলের নেতাদের মদতেই চলছে এই নির্মাণ কাজ। স্কুলের জমিদাতার আত্মীয় গৃহবধূ প্রতিমা বৈরাগী বলেন, 'স্কুলের সামনে পিডব্লিউডির জায়গা রয়েছে। সেই জায়গা ও স্কুলের মাঠের জায়গা নিয়ে বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। প্রতিবাদ করলে কর্ণপাত করা হচ্ছে না। স্কুলের প্রধান শিক্ষককে জানিয়ে কোন ফল না মেলায় বাধ্য হয়ে আমরা ব্লক অফিসে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। অভিযোগ অস্বীকার করে সুধীর মন্ডল বলেন, ১৯৬৫ সাল থেকে বসবাস করছি। যে জমিতে নির্মাণ কার্য করা হচ্ছে, তার কাগজপত্র আছে। শনিবার সকালে নির্মাণ বন্ধের দাবিতে স্কুলের সামনে এসে ক্ষোভ জানায় গ্রামের শতাধিক বাসিন্দা। গরমের ছুটি চলায় স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

এই ঘটনাকে নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপি নেতা দেবব্রত ঢালি বলেন, "শাসকদলের নেতাদের মদতেই স্কুলের জমি দখল করে চলছে এই বেআইনি নির্মাণ। শাসক দলের মদতের অভিযোগ অস্বীকার করে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায় বলেন, 'স্কুলের জমি কেউ দখল করে নেবে, এটা আমরা কখনো মেনে নেবে না। ব্লক অফিসে অভিযোগ জানিয়েছে স্থানীয়রা। ভূমি দপ্তর তদন্ত করে তদন্ত করে দেখবে।' বাগদা ব্লক অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, 'অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্কুলের জমি দখল হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ১১ ❐ ০১ জুন, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

ঘুম ভাঙলো প্রশাসনের, নদীর দখল করে বেআইনি নির্মাণ কাজ নোটিশ দিয়ে বন্ধ করল পুলিশ

দিন কয়েক আগে বাগদা বাজার সংলগ্ন বেতনা নদীর জমি দখল করে কয়েকটি দোকানঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছিল। এবার মহকুমা শাসকের নির্দেশে পুলিশ গিয়ে সেই কাজ নোটিশ দিয়ে বন্ধ করে দিল। পুলিশ জানিয়েছে, এলাকায় মোট ১৮টি নির্মান কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বাগদা বাজার এলাকা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে বেতনা নদী। আগে জল নিকাশির মাধ্যম ছিল এই নদী। নদী জবরদখল হতে হতে এখন প্রায় মৃতপ্রায়। এরই মধ্যে কিছু মানুষ ব্যক্তি স্বার্থে নদী দখল করে বেআইনি দোকান ঘর তৈরি করছে। পাশাপাশি নদীর মধ্যেই রাতারাতি গজিয়ে উঠছে টিন বাঁশ দিয়ে দোকান ঘর। বাসিন্দারা আপত্তি করলেও কাজ বন্ধ হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় অধিকারী ইট দিয়ে পাকা দোকান তৈরি করছে। তিনি দাবি করেছেন, এই জমি তার, নিজের কাগজপত্র আছে। সেখানেই তিনি নির্মাণ করছেন। বাসিন্দাদের বক্তব্য ওই জমি যদি ওনার নিজের হয়, তাহলে বেতনা নদী কোথায় গেল? স্থানীয় বাসিন্দারা নদী দখলের কথা জানিয়ে ব্লক অফিসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। বিজেপির অভিযোগ 'স্থানীয় একাংশ তৃণমূল নেতারা টাকা পয়সার বিনিময়ে ওই এলাকায় দোকান করাচ্ছে। অবিলম্বে বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করব। এই নিয়ে এলাকায় মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হলে পুলিশ কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। ফের দিন কয়েক আগে থেকে নির্মাণ কাজ শুরু হতেই মহকুমা শাসকের নির্দেশে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিল পুলিশ। নদীর জায়গায় নির্মাণ বন্ধ হওয়ায় খুশি বাগদার বাসিন্দারা। তাদের বক্তব্য, নদী বাঁচলে এলাকার জল নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক থাকবে।

অভিষেক বাণী নিকেতনের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ সুজিত দাস কর্তৃক মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন ও অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিদ্যালয় অঙ্গনের সুসজ্জিত বিজয় শৈলেন্দ্র মঞ্চে ছোট- ছোট

শিক্ষিকা শিপ্রা চক্রবর্তীর কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারনের মধ্য দিয়ে গত ৩১ মে সাড়ম্বরে শুরু হয় চাঁদপাড়া উদয়ন পল্লী স্থিত শিশু শিক্ষালয় অভিষেক বাণী নিকেতনের ৩০ তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সহ সভাপতি গৌরকৃষ্ণ মল্লিক, শিক্ষানুরাগী বিমান বিহারী বোস, বেণীমাধব ঢালী, শিক্ষক অশোক কুমার দাস, শ্যামল বিশ্বাস ও শিক্ষিকা পম্পা বিশ্বাস প্রমুখ। প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী সুধীর গায়েন উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। বর্ষিয়ান শিক্ষক অশোক দাসের গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে পড়ুয়ারা একক ও সমবেত সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। শিক্ষালয়ের শিক্ষিকাগণের সমবেত সংগীতের সাথে কচি-কাঁচাদের শাড়ি নৃত্য উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। শিক্ষক সুবোধ কয়ালের সংগীতানুষ্ঠান শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসালাভ করে। সবশেষে পরিবেশিত হয় নৃত্যনাট্য ক্ষীরের পুতুল। বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বপন ভট্টাচার্য, সাধন ঘোষ, প্রসূন গায়েন ও শিক্ষিকা অমলা গায়েন এবং প্রতিমা দাসের পরিচালনায় এবং সকল শিক্ষক- শিক্ষিকাগণের আন্তরিক প্রয়াসে অভিষেক বাণী নিকেতনের বার্ষিক উৎসব ২০২৩ বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

সেবার সাহিত্য সভায় সংবর্ধিত কৃতি ছাত্রী সুনন্দা

নীরেশ ভৌমিক ঃ জন্ম মাসে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম ও ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিকৃতিতে ফুল-

মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে গত ২৭ মে শুরু হয় সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত ৪২ তম মাসিক সাহিত্য সভা। এদিনের সাহিত্য সভায় বর্ষিয়ান কবি ও সাহিত্যিক বিবর দত্তকে উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক, মানপত্র সহ নানা উপহারে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

এদিনের সাহিত্য সভায় মছলন্দপুরের ভূদেব স্মৃতি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুনন্দা মোহান্তকে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়। অসহায় ও হত দরিদ্র পরিবারের সন্তান সুনন্দা এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯১ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। সেবা সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা নানা উপহারে সুনন্দাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

উপস্থিত প্রবীণ সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক অরুণ অধিকারী, সাংবদিক সরোজ চক্রবর্তী ও বিশিষ্ট লেখক সমীর দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের কন্যা সুনন্দার হাতে কিছু অর্থ তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করেন এবং উপস্থিত সকলেই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের আরোও সাফল্য কামনা করেন।

এদিনের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছোট পড়ুয়া তথাগত মিস্ত্রি, আহেলী সরকার ও শ্রেষ্ঠ সাধুখাঁর কবিতা আবৃত্তি সমৃদ্ধা সাহার নৃত্য এবং লিপিকা দত্ত, তাপস দত্তের সংগীতনুষ্ঠান এবং কেয়া দেবনাথের ও কৃষ্ণ প্রসাদ ব্রহ্মের কণ্ঠে নজরুল গীতি উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। এদিনের কবি সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন। বিশিষ্ট কবি ও লেখক পাঁচুগোপাল হাজরা ও সেবা সমিতির অন্যতম সেবার গৌতম মিস্ত্রির পরিচালনায় এদিনের সাহিত্য সভা ও গুনীজন সংবধনার অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

ভগবান কৃষ্ণের দ্বারকার পথে

অজয় মজুমদার

আজ ১৬ অক্টোবর ২০২২ সকালে উঠে রেডি হয়ে সবাই ডাইনিং এ এলো। চাউমিন, চা। খেয়ে আমরা সবাই গাড়িতে উঠলাম। আজ ভূজ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে, যেতে হবে দ্বারকায়। দূরত্ব ৪০৩.৬ কি.মি ও আমরা যাচ্ছি ১৫১ এ ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে। মোটামুটি সারাদিনের বাস জার্নি। রাস্তার দুপাশে নারকোলের চাষ। ছোট ছোট গাছে প্রচুর নারকোল ফলে রয়েছে। এখানে প্রচুর তুলো চাষ হয়। এই জন্যই হয় তো বস্ত্র শিল্পে গুজরাট এত উন্নত। আমাদের রবিদা প্রচুর আপেল এবং লেবু নিয়ে বাসে উঠেছে। মাঝেমধ্যেই বড় বড় আপেল কেটে সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার স্বপন তো পরপর খেয়ে যাচ্ছে। কোন না নেই। এবার আমরা পৌঁছালাম একটা ধাবায়। আমাদের নিজেদের রান্না খাবার সুকুমার, অজয় সার্ভ করলো। দই কিনলাম, সুন্দর করে লাঞ্চটা সারলাম। আমাদের গাড়ির এসিটা খারাপ হয়েছে। মেরামত করতে ঘন্টা দুয়েক সময় লাগলো। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমরা পৌঁছালাম দ্বারকায়। উঠলাম হোটেল নিলয়-এ। এটি নারায়ণ পেট্রোল পাম্পের পাশে, দ্বারকা ন্যাশনাল হাইওয়ে, দ্বারকা— ৩৬১৩৩৫, গুজরাট। এতদূর জার্নি করে সবাই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাতে বিশেষ মেনু ছিল ভেটকি মাছের পাতুরি। দ্বারকা হলে কি হবে, এখানে কিন্তু মাছ মাংস চলে। এটা বেশ আশ্চর্য লাগল। অথচ এর আগে আমরা যখন ভূজে ছিলাম, সেখানে কিন্তু নিরামিষ খেতে হয়েছিল।

১৭ই অক্টোবর ২০২২ সকাল ৮টা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়ি বেট দ্বারকার উদ্দেশ্যে। রাস্তায় আমাদের গাড়ি থেকে নেমে দেখলাম কিছু মন্দির। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গণেশ, শিব, কেশব রাজ, সত্যাভামা, রুক্মিনী মন্দির। কিছু দূর পরে দেখলাম নাগেশ্বর মন্দির। গুজরাট রাজ্যটি মন্দির ,মসজিদ পরিবেষ্টিত।

বেট দ্বারকা বা শঙ্খধর হল কচ্ছ উপসাগরের মুখে একটি জনবসতিপূর্ণ দ্বীপ। যা ভারতের গুজরাট। ওখার উপকূল থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পূর্ব দ্বীপটি ১৩ কিলোমিটার লম্বা চওড়া ৪ কিলোমিটার।

এই দ্বীপটি ভগবান কৃষ্ণের আদি বাসস্থান বলে মানুষের বিশ্বাস। মন্দির প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব গুরু বল্লভাচার্যের। মন্দির ছাড়াও কমপ্লেক্সের অন্যরা হনুমান, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, নারায়ণ, জাম্ববতী দেবী এবং অন্যান্যদের স্মরণ করে। 'বেট'শব্দটির অর্থ হল— উপহার। মানুষের বিশ্বাস— যে ভগবান কৃষ্ণ এটি তার বন্ধু সুদাম-র কাছ থেকে পেয়েছিলেন। প্রাচীন মহাকাব্য মহাভারতে, বেট দ্বারকা 'অন্তদ্বীপ' নামে পরিচিত। সেখানে যাদব বংশের লোকেদের নৌকায় যাতায়াত করতে হতো। জন্মাষ্টমীর সময়ে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। ওখান থেকে বেট দ্বারকা সংযোগকারী একটি সমুদ্র সেতুর ভিত্তি ২০১৭ সালে স্থাপন করা হয়েছে। বেট দ্বারকা শ্রী কৃষ্ণের শাসনের অধীনে ছিল। এখানেই তাঁর প্রকৃত আবাসিক স্থান ছিল। স্বাধীনতার পরে অঞ্চলটি তার প্রকৃত শাসকদের দ্বারা পুনরুদ্ধার করা হয়। স্বাধীনতার পরে অঞ্চলটি সৌরাষ্ট্র রাজ্যের অংশ হয়ে ওঠে। যা পরে বম্বে রাজ্যের সাথে একীভূত হয়। কৃষ্ণের প্রভু তার পরিবারের সঙ্গে বেট দ্বারকায় থাকতেন। স্বাধীনতার পরে অঞ্চলটি তার প্রকৃত শাসকদের দ্বারা পুনরুদ্ধার করা হয়। বম্বে রাজ্য থেকে গুজরাট রাজ্য তৈরি হলে, বেট দ্বারকা গুজরাটের জামনগর জেলার অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেট দ্বারকা সর্বদাই প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল জানিয়েছে সম্ভবত পৌরাণিক দাবির কারণে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওসানোগ্রাফির সামুদ্রিক প্রত্নতত্ত্ব কেন্দ্র। ১৯৮১ থেকে ১৯৯৪ সালের দিকে বেট- দ্বারকার তীরে অনুসন্ধান চালিয়ে মাটির পাত্র, বেশ কিছু শিল্পকর্মের অবশেষ পাওয়া গেছে। এ গুলি হরপ্পা যুগের বলে মনে করা হয়। পাথরের নোঙর এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের অবশেষও পাওয়া যায়। ফলে মনে করা হয় রোমান সাম্রাজ্যের সাথে উন্নত বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল।

দুপুর দুটো। আমরা ফিরে এলাম হোটেল নিলয়-এ । লাঞ্চ সেরে আবার সাড়ে তিনটে নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। আজকের লাঞ্চে উল্লেখযোগ্য মেনু হলো ভেটকি মাছের পাতুরি। অসাধারণ তার টেস্ট। খাওয়ার পর বিশ্রাম করা গেল না। আমরা হোটেল নিলয় থেকে হেঁটে হেঁটে দ্বারকা মন্দিরে গেলাম। গুজরাট রাজ্যের দেবভূমি দ্বারকা জেলায় দ্বারকা মন্দির অবস্থিত। হিন্দু ধর্মালম্বীদের কাছে চারধাম নামে পরিচিত। চার প্রধান তীর্থ স্থানের একটি হলো দ্বারকা। হিন্দু শাস্ত্রে দ্বারকাকে কৃষ্ণের রাজধানী বলা হয়। ভগবত পুরাণে কৃষ্ণের প্রাচীন রাজ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে, এটি গুজরাটের প্রথম রাজধানী ছিল। দ্বারকা ভারতের সাতটি প্রাচীন ধর্মীয় শহরগুলির মধ্যে একটি (সপ্তপুরী)। শহরের নামের আক্ষরিক অর্থ হল- প্রবেশদ্বার ও দ্বারকাকে ইতিহাস জুড়ে মোক্ষপুরী দ্বারকামতি এবং দ্বারকাবতী নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কিংবদন্তি অনুসারে কৃষ্ণ মথুরায় তার মামা কংসকে পরাজিত করে হত্যা করার পর এখানে বসতি স্থাপন করেন। মথুরা থেকে দ্বারকায় কৃষ্ণের অভিবাসনের এই পৌরাণিক বিবরণ গুজরাটের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। দ্বারকা তৈরি করার জন্য কৃষ্ণ সমুদ্র থেকে ১২ যোজন বা ৯৬ বর্গ কিলোমিটার জমি পুনরুদ্ধার করেছিলেন বলেও বর্ণিত আছে।

দ্বারকার রাজত্বের বেশিরভাগ পর্যটন থেকে প্রাপ্ত হয়। কারণ এটি তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি পুণ্য স্থান। দ্বারকার মন্দিরটি পশ্চিম ভারতের গুজরাট রাজ্যের আরব

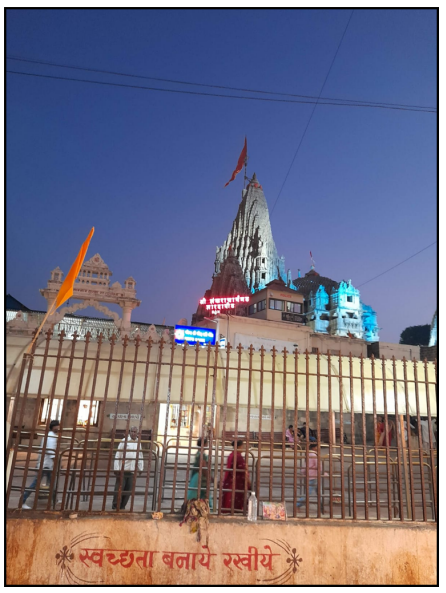

সাগরের মুখোমুখি কচ্ছ উপসাগরের মুখে গোমতী নদীর ডান তীরে ওখা মন্ডল উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

৭২ টি স্তম্ভ দ্বারা সমর্থিত পাঁচতলা ভবনটি প্রধান মন্দির হিসাবে পরিচিত। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুশীলন অনুযায়ী আদি মন্দিরটি ২০০ খ্রিস্টপূর্বব্দের প্রথমদিকে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি ১৫-১৬ শতকে পুনর্নির্মিত এবং বড় করা হয়েছিল। দ্বারকা মন্দির ক্যাম্পাসের মধ্যেই শঙ্করাচার্যের মন্দির। আদি শংকরাচার্য (৭৮৮ - ৮২০) ছিলেন একজন দার্শনিক। 'অদ্বৈত বেদান্ত ' নামে হিন্দু দর্শনের যে শাখাটি আছে, তিনি ছিলেন সেই শাখার একজন প্রবক্তা। সারা ভারত ঘুরে ঘুরে তিনি তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন। হিন্দু ধর্মকে পথ নির্দেশ দেয়ার জন্য ভারতের চার প্রান্তে স্থাপন করেন চার খানি মঠ। এই মঠ গুলি হল শৃঙ্গেরী (কর্ণাটক), দ্বারকা (গুজরাট), পুরী (ওড়িশা), জ্যোতির্ময় বা জ্যোতির্ময় মঠ (উওরাখন্ড)। আমরা এই মঠও দেখলাম। আমরা গোমতীর তীরে এলাম তখন অন্ধকার সবে নেমেছে। একটা দোকানে ঘন গরম দুধ ও সর বিক্রি হচ্ছে , আমরা কিনে খেলাম। গোমতী নদীর পাড় সম্পূর্ণ ঘেরা। রাতের অন্ধকারে ভালো করে দেখতে পেলাম না। এবার হেঁটে হেঁটে আমরা চলে গেলাম আমাদের নিলয় হোটেলে। আজ রাতের মেনু ছিল বেশ চমকালো— মটন বিরিয়ানি এবং চিকেন চ্যাপ। এই সমস্ত আহারের পরে ঠান্ডা পানীয় সেবন করে যে যার ঘরে ঘুমতে গেলাম।

খড়ুয়ারাজাপুর হাই স্কুলের শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাসের অবসর গ্রহন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৩১ মে সুদীর্ঘ প্রায় ৩১ বৎসরের শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর গ্রহন করেন বনগাঁর কালুপুর অঞ্চলের খড়ুয়ারাজাপুর হাই স্কুলের প্রথিতযশা বিজ্ঞান শিক্ষক শ্যামল কুমার বিশ্বাস। এদিন মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ের তাঁর দীর্ঘ দিনের প্রাক্তন ও বর্তমান সহকর্মী ও স্নেহের শিক্ষার্থীগণ অশ্রুসজল নেত্রে ও নানা উপহারে তাঁদের সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্যামল বাবুকে অবসরকালীন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সভাপতি যুধিষ্ঠির মণ্ডল, প্রাক্তণ সম্পাদক সত্য চক্রবর্তী, কেদার উপাধ্যায়, অনুকূল দেবনাথ, শীতল দেবনাথ, ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক কালিপদ সরকার, সুকেন্দু শেখর ঘোষ, প্রবাল সমাদ্দার, আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যা বীথি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিক রবিউল ইসলাম, মণ্ডল পাড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবাশিষ ঘোষ, ঢাকুরিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ড.অনুপম দে ও পাশ্ববর্তী রামশংকরপুর স্কুলের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দীপক মজুমদার, ছিলেন বিদায়ী শিক্ষক শ্যামল বাবুর সহধর্মিনি তথা চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্তা শিক্ষিকা পম্পা বিশ্বাস প্রমুখ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শংকর সরকার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

বিদায়ী শিক্ষক শ্যামল বাবুকে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় প্রদানে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন বরেণ্য শিক্ষিকা ছবি সরকার, মানপত্র পাঠ করেন শিক্ষিকা রত্না চক্রবর্তী। বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বক্তাগন ছাত্রদরদি বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজ কর্মী শ্যামল বাবুর শিক্ষকতা জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। বিদ্যালয়ের নীলদর্পন মঞ্চ তৈরিতে এবং সেই সঙ্গে পঠন- পাঠন সহ বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে তাঁর ভূমিকার ভূয়ষী প্রশংসা করেন। সকলেই শ্যামল স্যারের অবসর জীবনের সুখ শান্তি ও সুস্থতা কামনা করেন। ৫ ম শ্রেনির ছাত্রী সুপ্রিয়া মণ্ডল কথায় ও কবিতায় শ্যামল স্যারকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এদিন শ্যামল বাবুর নামাঙ্কিত বিদ্যালয়ের পাঠাগার আমার কুঠী'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তণটি টিচার ইনচার্জ কালিপদ সরকার।

ড্রাইভারস্ ডে তে ড্রাইভারস্ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

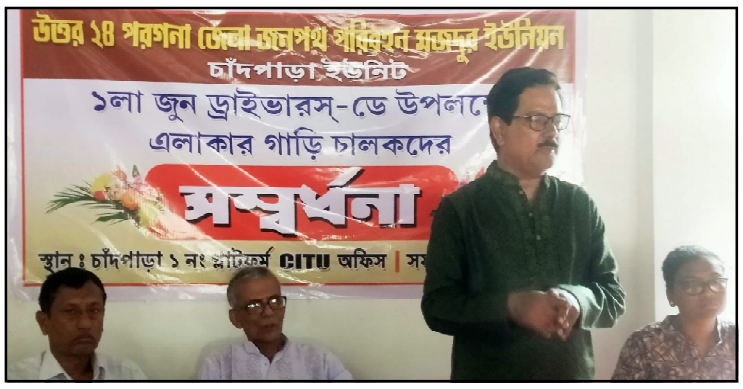

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১ জুন ড্রাইভারস্ ডে 'তে সি, আই, টি,উ অনুমোদিত উত্তর ২৪ পরগণা জেলা জনপথ পরিবহন মজদুর ইউনিয়নের চাঁদপাড়া শাখার উদ্যোগে মর্যাদা সহকারে ড্রাইভারস্ ডে উদ্‌যাপন করা হয়। এদিন সকালে সিটু নিয়ন্ত্রিত রেল হকার্স ইউনিয়নের চাঁদপাড়া শাখার ব্যবস্থাপনার কার্যালয় কক্ষে মহকুমার কয়েকজন প্রবীণ মোটরগাড়ির চালক এবং সেই সঙ্গে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ দুজন কৃতি ও দুস্থ শিক্ষার্থীকেও বিশেষ সংবর্ধনা জনানো হয়।

এইদিনের এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে দল ও সংগঠনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপি আই এম এর ব্লক নেতৃত্ব স্বপন ঘোষ, বিশিষ্ট নেতৃত্ব কপিল ঘোষ, বাপ্পা চৌধুরী, প্রাক্তন সৈনিক দিলীপ রায়, যুব নেতৃত্ব ময়ূখ ঘোষ ও প্রবীণ সিন্টু নেতা কৃষ্ণ চৌধুরী, বিধান দাস, সমাজকর্মী মায়া বিশ্বাস প্রমুখ। ড্রাইভারস্ ডে'র গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যক্ত করে প্রবীণ সিপি এম নেতা কপিল ঘোষ বলেন, যারা জীবন বাজি রেখে ও লোকের গাল মন্দ শুনে ও পরিবহন ব্যবস্থাকে সচল রাখেন, সেই সমস্ত বিভিন্ন মোটর যানের চালকদের জন্য বছরে ১টি দিন নির্দিষ্ট রয়েছে। তাঁদেরকে সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদানের জন্য আজকের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন। এদিন সিটু ইউনিয়নের চাঁদপাড়া শাখার উদ্যোগে মহকুমার ৮ জন ড্রাইভারের হাতে পুষ্পস্তবক, মিষ্টি ও লুঙ্গি তুলে দিয়ে সম্মান জানানো হয়। সেই সঙ্গে এবারের মাধ্যমিকে ৬৭৪ পাওয়া চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি স্কুলের ছাত্র রাজু মণ্ডল ও ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী পিতৃহারা অর্চনা কমতীকে পুষ্প স্তবক, পুস্তক ও মিষ্ট প্রদানে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। স্থানীয় মানুষজন সিটু ইউনিয়নের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

কলরব এর রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম এবং বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্মোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে চাঁদপাড়া অন্যতম সাংস্কৃতি সংগঠন কলরব। গত ৩০ মে চাঁদপাড়া বাজারের চৌরঙ্গী অঙ্গনে কলরব

সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত কবি প্রনামের অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্য সদস্যগণ সংগীত, নৃত্য আবৃত্তি, নাটক ও কথায় কবিতায় কবিদ্বয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে কবি বন্দনার অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েতের সভপতি গোবিন্দ দাস, কর্মাধ্যক্ষ শ্যামল সরকার, জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায়, শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস, সংস্কৃতি প্রেমী শিক্ষিকা বর্ষিয়ান মিনতী রায়, সুভাষ চক্রবর্তী, অশোক সাহা, দিলীপ ভট্টচার্য, সহযোগী ক্লাব চাঁদপাড়া চৌরঙ্গীর কর্ণধার অজিত রায় প্রমুখ। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে কবিদ্বয়ের জীবন, কর্ম ও আদর্শের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন।

উপস্থিত সকল বিশিষ্ট জনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান কলরব এর নব নির্বাচিত সম্পাদক সংস্কৃতিপ্রেমী গোবিন্দ কুন্ডু। কবি প্রনামের অনুষ্ঠানে প্রলয় বিশ্বাস, দীপা দাসের সংগীতানুষ্ঠান, রৌনক সরকার ও তুলসী সাহার আবৃত্তি এবং বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী তপন ভট্টাচার্য ও শান্তনু চ্যাটার্জীর পরিচালনায় সংস্থার ছোট বড় সদস্যাগণের সমবেত সংগীতানুষ্ঠান ও বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ও অনুষ্ঠান সঞ্চালক জ্যোতি সাঁতরার পরিচালনায় সংস্থার বাচিক শিল্পীদের সমবেত আবৃত্তির অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমন্ডলীর প্রশংসালাভ করে। এছাড়া সংস্থার সদস্যগণের শ্রুতি নাটক এবং পরিবেশিত গীতি নাট্য চিত্রাঙ্গদা সমবেত দর্শক সাধারনকে মুগ্ধ করে।

সবশেষে মঞ্চস্থ হয় কবিগুরুর ছোট গল্প অবলম্বনে সকলে ভালো লাগার নাটক অপরিচিতা। নানা অনুষ্ঠানে কলরব আয়োজিত কবি বন্দনার অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে নজরুল জয়ন্তী

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে গাইঘাটা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও গাইঘাটা বিবেকানন্দ স্মৃতি মণিমেলার সদস্য ও শিক্ষার্থীগণ।

গত ২৬ মে কবি নজরুলের ১২৫ তম জন্মদিনের সকালে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে কবির জন্মোৎসব উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আশ্রমের পড়ুয়া ও মণিমেলার শিক্ষার্থীগণের শোভাযাত্রা গাইঘাটা থানার মোড় ও বাজার এলেকা পরিক্রমা করে। আশ্রমের পরিচালক অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক শংকর নাথের পরিচালনায় আয়োজিত নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে কবির কবিতা আবৃত্তি, সংগীত এবং তাঁর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন। কথায়- কবিতায় ও সংগীতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম আয়োজিত বিদ্রোহী কবির ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তীর অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

মৃদঙ্গম এর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল মৃদঙ্গম গত ২৮ মে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে ১২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিন সন্ধ্যায় সংস্থার মহড়া কক্ষে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন ও জন্মদিনের কেক্ কেটে আয়োজিত প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্র নজরুল জন্ম- জয়ন্তী উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সংস্থার সদস্যগণ। সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি এবং কথায়-কবিতায় সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস এবং সেই সঙ্গে বিশ্বখ্যাত কবিদ্বয়ের জন্মদিন পালন করা হয়।

শুরুতেই মৃদঙ্গম এর ছোট্ট সদস্যার কণ্ঠে কবিগুরুর বীর পুরুষ কবিতা আবৃত্তি, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সপ্তর্ষি বেরার মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান এবং খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলির সদস্যা স্কুল ছাত্রী শরণ্যা বিশ্বাসের কথা বলার পুতুলের অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। স্বাগত ভাষণে সংস্থার কর্ণধার ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বরুণ কর উপস্থিত সকলকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে জন্মলগ্ন থেকে সংস্থার

দীর্ঘ ১১ বৎসরের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন এবং সেই সঙ্গে বছরভর নানা অনুষ্ঠান ও সমাজ সেবামূলক কাজ কর্মেরও খতিয়ান তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন, বর্ষিয়ান শিক্ষক পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা, স্বপন দাস, নাট্যব্যক্তিত্ব শুভাশিষ রায় চৌধুরি, শাশ্বত বিশ্বাস, সোমা মজুমদার, শঙ্খব্রত বিশ্বাস প্রমুখ।

দৃষ্টি নাট্য সংস্থার উদ্যোগে পালিত হল রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

সঞ্জিত সাহা ঃ দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থার উদ্যোগে গত ৩০ মে পালিত হল রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা ২০২৩, অনুষ্ঠানটি

আয়োজিত হল 'দৃষ্টি'র নিজস্ব শিল্প চর্চা কেন্দ্র 'শিল্পশালা'য়। নিতান্তই স্বল্প সময়ে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হলেও "দৃষ্টির" সকল সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও বিভিন্ন গুণীজন সমাগমে অনুষ্ঠানটি একটি অন্য মাত্রা পায়।

এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শিল্পী মেহবুব হোসেন খাঁ এর সঙ্গীতের মাধ্যমে এবং এরপর এই দিনের তাৎপর্য বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মাননীয় শ্রী মনোজ ঘোষ মহাশয় ও শুভ্রব্রত ভট্টাচার্য্য। এরপর নৃত্য পরিবেশন করেন বিশিষ্ট নৃত্য ও নাট্যশিল্পী ঐশী ভট্টাচার্য্য,অহনা দাস,সুস্মিতা দাস, বোধিসত্ত্ব রাহুল,এছাড়াও আরও কিছু নৃত্য ও একক সঙ্গীত এই দিন পরিবেশিত হয়, দত্তপুকুর দৃষ্টির আমন্ত্রণে এই অনুষ্ঠানে শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন " আমরা উড়ান" এর শিল্পী মাননীয় শ্রী জোর্তিময় রায় ও মধুমিতা রায়। এর সাথেই এই দিন অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হয় দত্তপুকুর দৃষ্টির দুটি অসাধারণ প্রযোজনা, শ্রুতিনাটক - " মাল্যদান" ও নৃত্যনাট্য- "তিনকন্যা"। অনুষ্ঠানের শেষে দৃষ্টির কর্ণধার মাননীয় শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য একটি শিশু নাট্য কর্মশালার কথা ঘোষণা করেন যেটি আগামী ৩১শে মে থেকে চলবে ৪ঠা জুন পর্যন্ত এবং কর্মশালাটির শেষে সকল অংশগ্রহণকারীর হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে। এদিনের রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত সকলেই অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব ও স্বার্থকতা নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন এবং সবশেষে উপস্থিত সকলের জন্যই নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রচার অভিযানে মাইম একাডেমী

নীরেশ ভৌমিক ঃ শিশুরাই জাতীর ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সর্বদাই সচেষ্ট জাতীয় হেল্থ মিশন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান দপ্তর ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিশুদের সুস্বাস্থ্যের জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহন করে চলেছে। সম্প্রতি জাতীয় কল্যান দপ্তর দেশের বিভিন্ন স্বনাম খ্যাত লোক শিল্পী ও মূকাভিনয় শিল্পীদের শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষায় প্রচারাভিযানে যুক্ত করেছেন।

জেলার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচার এর পরিচালক চন্দ্রকান্ত শিরালী জানান, রাজ্যের উপ স্বাস্থ্য সচিব শিশুদের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রচারাভিযানে তাঁদের সংস্থাকে যুক্ত করেছেন। আগামী ১২- ১৬ জুন কোলকাতার বিভিন্ন এলাকার ২৫ টি স্থানে তাঁদেরকে মূকাভিনয় এর মাধ্যমে সাধারন মানুষজনকে শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে সচেতন করার প্রয়াস চালাতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ— এই শিরোনামে একটি নাটিকা পরিবেশনের মাধ্যমে তারা প্রচারাভিযানে সামিল হবেন। মানুষজনকে সচেতন করবেন।

চিরন্তনের কবি প্রণাম ২০২৩

সঞ্জিত সাহা ঃ ২৮ মে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে শুরু হল "কবি প্রণাম ২০২৩"। গর্বিতা দাসের পরিচালনায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে অংশগ্রহণ করেন সংস্কার ভারতী দক্ষিণ বঙ্গ প্রান্ত উত্তর ২৪ পরগনা জেলা চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি শাশ্বতী নাথ, শিক্ষক সমীর মন্ডল, কবি সাহিত্যিক পলাশ মন্ডল এবং দলের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অজয় দাস। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শিক্ষক সমীর মন্ডল। এছাড়াও গান করেন নীতৃষা ঘোষ, শ্রীকান্ত কুন্ডু, নিশিত ঘোষ, অমিয়াংশু দত্ত, সুপ্রীতি সুতার, সদৃশা ঘোষ এবং সংস্কার ভারতীর সদস্যরা। গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজোর মতই রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের কবিতার মধ্যে দিয়ে যারা যারা তাঁদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে অর্ণব বিশ্বাস, কৌস্তভি রুদ্রপ্রসাদ ঘোষ, সোহন কস্তুরী, মধুরিমা শঙ্খব্রত বিশ্বাস এবংঅন্যান্যরা। প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার এই দীর্ঘ সূচীতে কয়েকটি নৃত্যের অনুষ্ঠানে যারা যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে ঐশী মজুমদার, মৌ হালদার, অন্বেষা মন্ডল, সম্পালি দাস রিয়া এবং অদ্রীস দাস। সামাজিক পরিবেশ ঠিক রাখার জন্য এই ধরনের অনুষ্ঠান বেশি বেশি করে পালন করার প্রয়োজন আছে বলে গোবরডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক স্বপন কুমার দাস তার বক্তব্যে স্পষ্ট করেন। উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক, পাঁচু গোপাল হাজরা, সুপ্রভাত বিশ্বাস, সুব্রত দাস।

কাবাডি খেলতে দুবাইয়ে চাঁদপাড়ার শুক্লা

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া গ্রামের অতিসাধারন পরিবারের কন্যা শুক্লা, বাবা বসন সরকার চা দোকানি, করোনা কালে দোকান বন্ধ হয়ে যায়। সেই থেকে ভ্যান রিক্সায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে ফল বিক্রি করেন। কিন্তু ছেলে মেয়ে দুটির লেখা পড়ার প্রতি সব সময় নজর রেখেছেন। মেয়ে শুক্লা ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকে কাবাডি খেলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরে নহাটা কলেজে স্নাতক স্তরে পড়ার সময় এন, সি,সি, এবং সেই সঙ্গে কাবাডি খেলায়া সুনাম অর্জন করে। হাবড়া সহ বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কাবাডি প্রাক্টিসে অংশ নেয় শুক্লা। ধীরে ধীরে কাবাডি তাঁর ধ্যান জ্ঞান হয়ে ওঠে। সাফল্য আসে, বহু পুরস্কারও লাভ করে সে।

অবশেষে জেলা ও রাজ্যস্তরে কাবাডি খেলার সুযোগ আসে। মহিলা কাবাডি লীগে খেলার সুযোগ পায়। গত ২৭ মে দুবাইতে কাবাডি টুর্নামেন্টে অংশ নেবার জন্য দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় শুক্লা। এদিন তাঁর বুথের ও গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব পুষ্পস্তবক, মিষ্টি ও নগদ দেড় হাজার টাকা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অন্যতম নেতৃত্ব প্রদীপ দত্ত জানান, ইতিপূর্বে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ও জেলা

মহিলা নেত্রী ইলা বাক্চি, কর্মাধ্যক্ষ তাপসী ঘোষ প্রমুখ তৃণমূল নেত্রীবৃন্দ শুক্লাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেছেন।

শুক্লার দাদা সূর্যকান্ত সরকার জানান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুক্লা ছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুরের ১জন ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের ১ টি মেয়ে ও এই লীগ খেলার সুযোগ পেয়েছে। বর্তমানে দিল্লী ছাড়া হরিয়ানা ও রাজস্থানে প্রাক্টিস গেম এ অনুশীলন চলবে রাজস্থান কাবাডি এ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ১৬ জুন থেকে দুবাইতে চূড়ান্ত লীগ খেলার জন্য রওনা হবেন সকলে। জানা গেছে, স্থানীয় বিধায়ক ও বিজেপি নেতৃত্ব স্বপন মজুমদারও বাড়ি এসে শুক্লাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর সাফল্য কামনা করে গেছেন।

আন্তর্জাতিক মোবাইল পাচার চক্রের ৩ পান্ডা ধৃত

প্রথম পাতার পর

শাহীন আলিকে গ্রেফতার করে। ২৭ মে দুজনকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুজনকে জেরা করে আরো একজনার সন্ধান পায় তারা। বনগাঁ দু'নম্বর রেলগেট এলাকার বাসিন্দা শুভদীপ সাহাকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কৈখালী এবং বনগাঁ থেকে আরও ২৭ টি মোবাইল উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, শুভদীপ এর মাধ্যমে শাহিনের সঙ্গে সেহবাজের পরিচয় হয়েছিল। কলকাতার বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরি হওয়া মোবাইল ফোন কম দামে কিন্তু সেহবাজ। তারপর মোবাইলগুলি বনগাঁ এনে শাহিনের কাছে বিক্রি করতো। শাহীন পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে বৈধভাবে এদেশে আসতো। এখান থেকে মোবাইলগুলি কিনে নিয়ে বাংলাদেশে দ্বিগুণ দামে বিক্রি করতো।

অভিনব কায়দায় চুরি

প্রথম পাতার পর

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের একটি বড় দল রয়েছে। এই চক্রটি কর্মী সেজে বিভিন্ন এলাকায় যেত। তাদের মাথার হেলমেট এবং গায়ের জ্যাকেট দেখে সাধারণভাবে বোঝার উপায় নেই। ফলে গ্রামের মানুষরা তাদের সন্দেহ করত না। মূলত রাতের দিকে ট্রাক নিয়ে এসে সেই ট্রাকে পাইপগুলিকে তুলে নিয়ে চলে যায় তাঁরা। বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে একই কায়দায় প্রচুর পাইপ চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে ধৃতরা বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

সম্প্রতি কামদেবপুরে জল প্রকল্পের পাইপলাইন বসানোর জন্য পাইপ ফেলা হয়েছিল ঠিকাদার সংস্থার পক্ষ থেকে। ওই সংস্থার কর্মীরা দেখেন, তাদের পাইপের সংখ্যা অনেক কম। দিন কয়েক আগে ঠিকাদার সংস্থার পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ জানালে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। গোপালনগরের ১৬ নং রেলগেট এলাকা থেকে ৯ জনকে গ্রেফতার করে। জেরায় ধৃতরা জানায়, তারা শ্রমিকের বেশে এসে একাধিক এলাকা থেকে এভাবেই পাইপ চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিশ সম্পূর্ণ দলটিকে ধরার উদ্দেশ্যে খোঁজখবর শুরু করেছে।

ধামাকা অফার

HALL MARK

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র

আগামী ৯ই বৈশাখ, ইং ২৩ এপ্রিল রবিবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া ও হালখাতা উপলক্ষে নিউ পিসি জুয়েলার্স সবাইকে জানায় সাদর আমন্ত্রণ।

- অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে নিউ পিসি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সোনার গহনার মজুরীতে ধামাকা ছাড়।
- ডায়মণ্ড জুয়েলারী ডায়মণ্ডের ওপর থাকছে ১০% ছাড়।
- সার্টিফাইড আসল গ্রহরত্নের ওপর থাকছে ১০% ছাড়।
- এছাড়াও থাকছে এন পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরুষ সেলস্ম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
- দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

বনগাঁতে নিয়ে এলা চশমার ফ্রেম ও পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার। এছাড়া সমস্ত রকমের কনট্যাক্ট লেন্স পাওয়া যায়।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে লোকনাথ মার্কেট), বনগাঁ। মো : ৮৯৬৭০৩০৮৪২

নাবিক নাট্যমের রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ২৮/৫/২০২৩ নাবিক নাট্যমের নিজস্ব মহলা কক্ষে উদযাপিত হল রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা। দলের সমস্ত কলাকুশলী, শিশু কিশোর, নাট্য কর্মশালার সকল ছাত্রছাত্রী ও একঝাঁক বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে মহাসাড়ম্বরে উদযাপিত হল এই দিনটি। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্যসংস্থার প্রধান মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়,নাট্যায়ন নাট্যসংস্থার নমিতা বিশ্বাস, মছলন্দপুর ইমন মাইমের কর্ণধার ধীরাজ হাওলাদার,মুকুলিকা গানের স্কুলের আস্তিক মজুমদার ও অনিমা মজুমদার, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট গুণিজনেরা ও নাট্য ব্যক্তিত্বরা। মহলা কক্ষ সংলগ্ন রবীন্দ্র মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন দত্তপুকুর দৃষ্টির বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য। এরপর দলের সভাপতি জীবন অধিকারী তাঁর সুভাষণে সমস্ত কলাকুশলী ও দর্শকদের স্বাগত জানান। দলের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় সোমনাথ রাহা রবীন্দ্র-নজরুল স্মৃতিচারণ করেন। মাননীয় ধীরাজ হাওলাদার এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন। এরপর শুরু হয় মূল পর্বের অনুষ্ঠান, শুরুতেই মুকুলিকা গানের স্কুলের অনিমা মজুমদার একটি অসাধারণ গল্প পাঠ করেন, এরপর দলের শিশুকিশোর বিভাগের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা তাদের এই নির্ধারিত দিনের জন্য প্রস্তুত করা নাচ, গান, আবৃত্তি উপস্থাপন করে। বহিরাগত শিল্পীদের মধ্যে দেবিকা ব্যানার্জী ও নবনীতা ব্যানার্জী অসাধারণ রবীন্দ্র সংগীত ও নজরুল গীতি পরিবেশন করে। তাদের গান দর্শকদের মুগ্ধ করে। নমিতা বিশ্বাস দুটি অসাধারণ নজরুল গীতি পরিবেশন করে। খুদে শিল্পী ঝিলম রায়ের নৃত্য সবাইকে মুগ্ধ করে। মছলন্দপুর ইমন মাইমের সৃজা হাওলাদার একটি অসাধারণ নৃত্য পরিবেশন করেন। এছাড়াও দেবাদৃতা ঘোষের নাচ ছিল চোখে পড়ার মত। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে দলের সদস্য সৌরজ্যোতি অধিকারী তিনটি অসাধারণ গান গেয়ে দর্শকদের আবারও মুগ্ধ করে। সবশেষে দলের সভাপতি জীবন অধিকারী তার কণ্ঠে একটি অসাধারণ নজরুল গীতি গেয়ে সকলের মন জয় করে নেয়। অনুষ্ঠানের শেষে দলের সম্পাদক অনিল কুমার মুখার্জি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আগামী দিনে নাবিক নাট্যমের সাথে সকলকে ঠিক একই ভাবে জুড়ে থাকার অনুরোধ করে। যাতে আগামী দিনে তারা আরও ভালো অনুষ্ঠান সকলকে উপহার হিসেবে দিতে পারে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দলের সদস্য অবিন দত্ত। এছাড়াও প্রদীপ কুমার সাহা,শ্রাবনী সাহা, সুপর্ণা সাধুখা। সুব্রত কর্মকার, অশোক বিশ্বাস, চিন্ময় চক্রবর্তীর আক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে।

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 89728 00084 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**